থাপ্পোড়

সন্ধ্যার সময় যে রোগীটির বাকী 'ফি' দিয়ে যাবার কথা সে এল না। মনটা খারাপ হয়ে গেল; ওষুধের দাম বা 'ফি' বাকি পড়লে তা আর সহজে আদায় হয় না। বেশী তাগাদা করলে লোকে বলে চামার। সুতরাং তা-ও করা যায় না। যিনি 'ফি' বা ওষুধের দাম বাকী রেখেছেন, তাঁরও একটা চক্ষুলজ্জা আছে, সুতরাং তিনিও যথাসাধ্য এড়িয়ে চলতে চান। রাস্তায় দেখা হলে হয় ভান করেন যেন আমাকে দেখতে পান নি বা পট্ করে পাশের গলিতে ঢুকে পড়েন। পুনরায় যখন ওষুধ বা ডাক্তারের দরকার হয়, তখন আমার কাছে আর আসেন না, আর কারও শরণাপন্ন হন। মানুষের অকৃতজ্ঞতায় মন বিষিয়ে ওঠে। ভদ্রলোকের বাড়িতে উপর্যুপরি চারদিন দু'বেলা গেছি, একটি পয়সা দেননি এখনও। আজ বলেছিলেন নিশ্চয় দিয়ে যাব, কিন্তু কই এখনও তো দেখা নেই। রাত ন'টা হয়ে গেল, একটা খবর পর্যন্ত দিলেন না ভদ্রলোক। কি দেশেই জন্মগ্রহণ করেছি। উঠব উঠব করছি এমন সময় দ্বারপ্রান্তে গণেশদা দেখা দিলেন। গণেশদা বেকার লোক। অনেক দিন হল চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন। স্ত্রী মারা গেছেন অনেক দিন আগে, ছেলেমেয়েদের যা হোক হিল্লে হয়ে গেছে, সুতরাং তাঁর এখন নিজের কোনও কাজ নেই। অপরের হাঁড়ির খবর নেওয়া, নিম্নকণ্ঠে এর কথা ওর কাছে বলা, নানাবিধ গুজব সংগ্রহ করে সেগুলি প্রচার করা, কোন মন্ত্রী কি করছে তা নিয়ে মাথা ঘামানো—এই সব নিয়েই থাকেন তিনি আজকাল। অর্শ, গেঁটে বাত, একজিমা প্রভৃতি কয়েকটি পোষা ব্যাধি আছে তাঁর। এর মধ্যে যেটা যখন চাগায় আমার কাছে এসে ওষুধ নিয়ে যান। বলা বাহুল্য, বিনা মূল্যে।

গণেশদা এসেই বললেন, "ডাক্তারি করা ছেড়ে দাও, রোগ ধরতে পার না, আপ-টু-ডেট ওষুধের নাম জান না,—ডাক্তারি করার দরকার কি" বলেই তিনি হেসে ফেললেন।

"কেন, কি হয়েছে—"

"মিত্তিরদের বাড়ির ছেলেটাকে তুমি দেখছিলে কি?"

"গত চারদিন থেকে দেখছি! এখনই তাদের বাড়ি থেকে লোক আসবার কথা, ফি বাকী আছে—"

"আর তারা আসবে না, সিভিল সার্জনকে ডেকেছে। বলে বেড়াচ্ছে তুমি না কি রোগ ধরতে পার নি—"

"সত্যি?"

"স্বকর্ণে শুনে এলাম।"

রাগে আপাদমস্তক জ্বলতে লাগল! কিন্তু বাইরে সে ভাব প্রকাশ করলাম না।

মৃদু হেসে কেবল বললাম, "ভাল।"

গণেশদা ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললেন, "আমার অর্শটা আবার কাল থেকে খুব

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে উত্তর দিলাম, "দিতে পারি যদি ওষুধের নগদ দাম দেন। এদেশে কারও উপকার করবার প্রবৃত্তি আর নেই।"

"ও বাবা, একেবারে সপ্তমে চড়ে গেলে যে! আজ তাহলে যাই, শেঁক-টেক দিই গে। কাল আসব। আশা করি ততক্ষণে মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—"

গণেশদা মুচকি হেসে চলে গেলেন।

গুম হয়ে বসে রইলাম খানিকক্ষণ।

"কম্পাউণ্ডারবাবু, ওষুধের বিল সবসুদ্ধ কত বাকি আছে দেখুন তো—"

"প্রায় আড়াই শ' টাকা হবে।"

"কাল তাগাদায় পাঠিয়েছিলেন?"

"পাঠিয়েছিলাম।"

"আদায় হয়েছে কিছু?"

"না।"

"নালিশ করব ব্যাটাদের নামে। সব জোচ্চোর, অকৃতজ্ঞ—"

কম্পাউণ্ডার নীরব।

"দেখুন, কম্পাউণ্ডারবাবু, আপনি নিজে কাল একবার বেরিয়ে মিত্তিরদের ওখানে আমার বিলটা দিয়ে আসবেন। চার দিনের ফি বত্রিশ টাকা, আর ওষুধের দাম—"

"যে আজ্ঞে—"

"আশ্চর্য দেশে জন্মেছি! একটি ভদ্রলোক নেই, সব জোচ্চোর, ধড়িবাজ আর নিমকহারাম—"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থাপ্পোড়টি খেলাম।

দ্বারপ্রান্তে একটি যুবক এসে দাঁড়াল। কখনও দেখেছি বলে মনে হল না।

"এইটেই কি ডাক্তার সামন্তের ডিসপেন্সারি?"

"হ্যাঁ—"

"ডাক্তার সামন্ত কোথায়।"

"আমিই ডাক্তার সামন্ত। কি দরকার বলুন।"

যুবকটি একটু ইতস্তত করতে লাগল। মনে হল যেন লজ্জিত এবং অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। তারপর ঘরে ঢুকে প্রণাম করলে আমাকে।

"আমি রতনদীঘি থেকে আসছি—"

প্রথম পাশ করেই রতনদীঘি গ্রামে প্রাকটিস করব বলে বসেছিলাম। বছরখানেক সেখানে ভ্যারেণ্ডা ভেজে চলে এসেছিলাম প্রায় তিরিশ বছর আগে। সেখান থেকে এতদিন পর কে এল!

"আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না তো।"

মৃদু হেসে যুবক বললে, "চেনবার কথা নয়। আমার মা-কে হয়তো চিনতে পারেন। আমার মায়ের নাম রাসমণি। আমি যখন হই তখন মায়ের বড় কষ্ট হয়েছিল, আপনি না থাকলে মা বোধহয় বাঁচতেন না।"

সমস্ত ঘটনা মনে পড়ে গেল। ষোল সতের বছরের একটি প্রসববেদনাতুরা নববধূর আর্ত মুখ ফুটে উঠল মানসপটে।

…রাসমণিও আমাকে একটি পয়সা দেয় নি, বলেছিল, "আপনার ঋণ শোধবার নয় ডাক্তারবাবু। তবু কিছু প্রণামী আমি নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেব আপনাকে যেমন করে হোক। বিশ্বাস করুন আমার কথা—"

একটু ইতস্তত করে যুবকটি বললে—"মা বছর দশেক হল মারা গেছেন। মরবার সময় বলে গিয়েছিলেন আমি নিজে রোজগার করে অন্তত একশ টাকা যেন আপনাকে দিয়ে আসি। আপনার আশীর্বাদে রোজগার কিছু কিছু হচ্ছে, তাই এই সামান্য কিছু এনেছি—"

একটি হাজার টাকার নোট আমার হাতে দিয়ে যুবকটি কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"আপনার ঠিকানা খুঁজে বার করতে দেরি হল। তা না হলে আমি আগেই আসতাম।"